তারিখ ... 22 MAY 1989
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3

# নোট বই বনাম গাইড বই

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি নোট বইয়ের বদলে গাইড বই প্রকাশের ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে সরকারের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড গঠিত কমিটির মতামতের ভিত্তিতেই সমিতি উক্ত গাইড বই প্রকাশের সুপারিশ করেছেন।

'নোট বই' বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব বর্তমানে বিধিমাফিক থাকার কথা নয়। বিগত ১৯৮০ সালে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত যেকোন পাঠ্য বিষয়ের নোট বই প্রকাশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বাজার নোট বই বিবর্জিত হয়নি। বরং তার কলেবর অনেক বেড়ে গেছে। আগে নবম ও দশম শ্রেণী ছাড়া অন্যান্য ক্লাসে শুধু ইংরেজী ও বাংলা বিষয়ের নোট বই পাওয়া গেছে। অনেক সময় ষষ্ঠ সপ্তম শ্রেণীর কোনও নোট বই-ই পাওয়া যায়নি। সাম্প্রতিক কালে মাধ্যমিক শাখার প্রতিটি বিষয়েরই নোট বই দেদার মিলছে।

এসব নোট বইয়ের বিকিকিনি প্রথম প্রথম লুকিয়ে ছাপিয়ে হলেও এখন খোলামেলা। প্রকাশ্যে কেনা বেচা চলছে। এমনকি এসবের জন্য চমকপ্রদ বিজ্ঞপ্তিও দেয়া হচ্ছে। এ বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় থেকে আরম্ভ করে প্রচার, পুস্তিকা, লিফলেট প্রাচীরপত্র আকারেও চলছে। বর্ণালী এসব বিজ্ঞাপনে প্রলুব্ধ হয়ে আজকের ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীর কাছে পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ের নোট বই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী নোট বই অনায়াসে সঙ্গে রাখতে পারে—অর্থাৎ ব্যক্তিগত পরিধি থেকে শুরু করে বৃহত্তর পরিমন্ডল পর্যন্ত নোট বই প্রশ্রয় পাচ্ছে।

অথচ এমন অবস্থা আগে ছিল না। সমীচীন নয় বলেই ছিল না। নোট বইয়ের নেতিবাচক দিকটি শিক্ষার্থীর জন্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর। নোট-বই ছাত্র-ছাত্রীর মেধার বিকাশের ও মৌলিকতার প্রতিবন্ধক। নোট বই ছাত্র-ছাত্রীর স্বাধীনভাবে চিন্তা ও সৃজনশীল প্রতিভার অন্তরায়। এ তাদের নোট বই নির্ভর করে তোলে। ফলে ছাত্র-ছাত্রী মূল বই পড়া থেকে বিরত থেকে নোট বই কণ্ঠস্থ করে পরীক্ষা নামের ভবতরী পার হয়ে আসে। নোট বইয়ের ক্ষতিকর দিক বিবেচনায় এনে নোট-বই বন্ধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং সর্বমহলে অভিনন্দিতও হয়েছে।

কিন্তু শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। এই ব্যর্থতার দায় পরিবেশের—যে পরিবেশে উক্ত নোট বইয়ের প্রয়োজন। বিশেষ বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া বেশীর ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যা সাধ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। এইসব শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের পাঠদান সকল শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ দূরের কথা, কানেও পৌঁছে না। ত্রিশ-পয়ত্রিশ, চল্লিশ-পয়তাল্লিশ মিনিটের ক্লাসে ছাত্র প্রতি কয়েক সেকেন্ড সময় মাত্র শিক্ষক পান। তাই জনে জনে পাঠ বোধগম্য করে তোলার অবকাশ তাঁর হয় না—ইচ্ছা থাকলেও হয় না। এ ছাড়া আজকের দিনে শিক্ষকরা সাধারণত শ্রেণীকক্ষে প্রয়োজনীয় নোট প্রদান করেন না। এর কারণ শিক্ষক প্রশিক্ষণের একটি বিরাট অংশ যে 'লেসন স্কীম' যা ক্লাসে যাওয়ার আগেই করার বিধান এবং যা পূর্ব পরিকল্পিত বলে স্বল্প সময়ে সকল মানের শিক্ষার্থীকে মোটামুটিভাবে হলেও নির্ধারিত পাঠ সম্পর্কে অবহিত করতে সক্ষম—সেই লেসন স্কীমেরই বাস্তব প্রয়োগের প্রচলন কম। প্রশাসনিকভাবে যদি এ তাগিদ সৃষ্টি করা যেত, তাহলে ব্যক্তি পর্যায়ে সচেতনতা আশা করা যেতো। এর ফলে পাঠ্য পুস্তক ও নির্দিষ্ট পাঠ শিক্ষার্থীদের কাছে অস্বচ্ছই থেকে যায়—অনেক ক্ষেত্রে জটিলও।

রুটি রোজগারের অন্বেষণে আনন্দিত অভিভাবকের পক্ষে প্রতিদিন সময় করে সন্তানের পাঠ—পরীক্ষণ ও পাঠে সহায়তা দান অসম্ভব। অনেকের পক্ষেই গৃহশিক্ষক বা বিশেষ কোচিং-এ অংশগ্রহণ সহজ হয় না। বাধ্য হয়েই অপারগ ও নিরুপায় অভিভাবক সন্তানের জন্য নোট বই সংগ্রহে ব্রতী হন। অসাধুতা উদ্ভূত হলেও এ সংগ্রহের অভিলাষ বাস্তব। এই বাস্তবতার নিরিখেই নিষিদ্ধ পরিবেশে পুনরায় নোট বইয়ের আত্মপ্রকাশ। বিকল্প ব্যবস্থা না করে অর্থাৎ স্কুলে স্কুলে পাঠদান পদ্ধতি উন্নত করে পাঠ্য বিষয় বোধগম্য বা প্রাঞ্জল করার উদ্যোগ না নিয়ে এবং সেই সঙ্গে নতুন প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ প্রত্যাশিত সহজ ভাষার ও টীকা সমৃদ্ধ না হওয়ায় নোটবইকে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের কাছে বর্জনীয় বা অপ্রয়োজনীয় করে তোলা সম্ভব হয়নি। হয়নি বলেই নোটবইগুলো যেমন বিধিবহির্ভূতভাবে জন্ম নিচ্ছে, তেমনি বিধান ছাড়াই নোটবই কারবারীরা পয়সা বানানোর সুযোগ পেয়েছেন। ব্যাপারটি এখন ওপেন সিক্রেট—দেখেও না দেখার মতোন।

অননুমোদিত অবস্থায় নোটবইয়ের পুনঃপ্রকাশ সমস্যা সৃষ্টি করেছে নতুন করে। এই নোটবইগুলো অভিভাবকহীন। লেখকের নাম থাকে না—শুধু একজন অভিজ্ঞ অমুক ছাড়া। আর যদি থাকেও তবে সাধারণত তা লেখকের নামের অপভ্রংশ অথবা কিয়দংশ। প্রকাশের পরিচয় ঠিকানা ও তথৈবচ। আর আছে ভুলে ছড়াছড়ি। মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে, এইসব নোটবইয়ের প্রুফ পর্যবেক্ষণ প্রয়োজনানুগ নয়।

নোটবইয়ের পড়ুয়াদের অবস্থান কেবলমাত্র এই রাজধানী বা মেট্রোসিটিই নয়—রয়েছে শহরতলী ও দেশের প্রত্যন্ত এলাকাও। বরং সেইসব অঞ্চলেই নোটবই নামে শিক্ষার্থীর প্রধান পরিচালকের ভূমিকায়। শিক্ষা বঞ্চিত সংকটের পরিবারে খুব কমই নোটবইয়ের ভুল শুদ্ধ করার, এমনকি চিহ্নিত করার লোক পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গত ওঠে—প্রাইভেট টিউটরের কথা। অভিজ্ঞ, জ্ঞানী, যোগ্য টিউটরের স্মরণাপন্ন হওয়ার আর্থিক সঙ্গতি অনেকের নেই, ফলে অনভিজ্ঞ ছাত্র দিয়েই অনেকে কাজ চালান। এ কথা অপ্রিয় সত্য যে শিক্ষার মান সার্টিফিকেট অনুযায়ী চলে না—তাই আজকের এসএসসি এইচএসসি উত্তীর্ণ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণকারী তরুণ অনভিজ্ঞ ছাত্র বা ছাত্রীর পক্ষে স্কুলের শিক্ষার্থীর শুদ্ধ পাঠে সফল হওয়া সম্ভব হয় না, সে প্রয়াশ ও প্রত্যাশা করা যায় না।

এসব কারণেই নোটবইয়ের যে কথা এখন উঠেছে, তা হেলা করে দেখা যায় না। পুস্তক প্রকাশক সমিতি নোটবইয়ের বদলে যে গাইড বইয়ের কথা বলেছেন, তা ভেবে দেখার মতো। নোটবই আর গাইড বা সহায়ক বইয়ে যে ব্যবধান, তা সামান্য নয়। প্রথমেই তুলনীয় দুটোর লক্ষ্য ও আদর্শ। নোটবইয়ের সত্যি বলতে কি, আদর্শ নেই, শুধু লক্ষ্য। এ লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের কিছু প্রশ্ন ধরিয়ে দেয়া এবং তার জবাব তৈরি করে দেয়া। সে সঙ্গে ব্যাখ্যা ও ছোট প্রশ্ন এবং কিছু শব্দার্থ এই ছোট বড় প্রশ্ন, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ সবই 'পরীক্ষা'-কে উদ্দেশ্য করে। পরীক্ষায় লাগবে না—এমন তথ্য নোট বই সরবরাহ করে না। এ জন্য পরীক্ষার্থীর জ্ঞান পিপাসা মেটাতে নোটবই অপারগ। দ্বিতীয়ত নোটবই প্রশ্নের উত্তর লেখায় গৎ বাঁধা ভাষায় কিছু সংক্ষিপ্ত তথ্য পরিবেশন করে; এতো সংক্ষিপ্তকরণ সব সময় বাঞ্ছনীয় নাও হতে পারে এবং সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে মূলটাই বাদ পড়ে আগাছাই প্রকট হয়ে পড়ে। এর জন্য দায়ী হতে পারে নোট রচয়িতার অজ্ঞতা, উদাসীনতা অথবা বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য শেষ মুহূর্তের সম্পাদনা।

গাইড বই বা সহায়ক পুস্তকে এমন সংকীর্ণতা আদর্শহীনতা ও বাণিজ্যিক মনোভাব থাকার অবকাশ তুলনামূলকভাবে কম। প্রথমেই সহায়ক পুস্তক রচয়িতার পরিচয় পূর্ণভাবে বিধৃত থাকবে বলে তিনি যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বনে উৎসাহী হবেন। দ্বিতীয়ত সহায়ক পুস্তক সাহায্য করবে শিক্ষার্থীকে অধিকতর জ্ঞানার্জনে, পাঠ্য বিষয়কে কেন্দ্র করেই জ্ঞানের আবর্তনে, পরিশীলনে অনেকটা বিন্দু থেকে বৃত্তে পরিচালনায়।

সমিতির প্রস্তাব মাফিক যদি এই গাইড বই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড গঠিত কমিটির মতামতের ভিত্তিতে রচিত ও সম্পাদিত হয়, তবে সেই প্রস্তাবিত বইয়ের তথ্য ও মানের সম্পর্কে আশাবাদী হওয়া যায়। সবচেয়ে বড় সুবিধা প্রতিটি স্তরে পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে বলে তা থাকবে জবাবদিহির আওতায়। লেখক বা প্রকাশক উভয়ই যখন 'অজ্ঞাত' না হয়ে নির্দিষ্ট হবেন এবং উভয়েই যখন খণ্ডিত রূপে না হয়ে পুরোরূপেই ধরা দেবেন—তখন সমালোচনা, সংশোধন, কৈফিয়ৎ সবই তাঁকে বা তাদেরকে স্পর্শ করবে এবং এই বাধকতাই তাদের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য সঠিক রেখেও তাদের রচনা ও প্রোডাকশনকে গ্রহণীয় ও আকর্ষণীয় করে তুলবে।

নোটবই-ই হোক অথবা গাইড বুক এর প্রয়োজনীয়তা বোধহয় এখন আর অস্বীকার করা যায় না। মানুষ সর্বজ্ঞানে জ্ঞানী নয়—এমনকি নয় বিশদ জ্ঞানেও গুণী। গাইড বা সহায়ক পুস্তক রচনার সময় সংশ্লিষ্ট লেখক যে সাধনা ও অনুশীলন করবেন শিক্ষার্থীর জন্য, তা কাজে লাগবে শিক্ষকদেরও। মূলত গাইড বইয়ের লক্ষ্য শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়েই। লক্ষ্যের এই ব্যাপকতা নোটবইয়ে নেই বলে নোটবইয়ের তুলনায় গাইড বুক বা সহায়ক পুস্তক অনেক বেশি কাজের ও কল্যাণের।

অনুমোদন ছাড়া বিভ্রান্তিপূর্ণ নোটবই বন্ধ করা যাচ্ছে না বলে এবং প্রকৃত বিচারে তথ্যসমৃদ্ধ উন্নত মানের গাইড বুক বা সহায়ক পুস্তক শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকের স্বার্থে প্রয়োজন বলে আমরা বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণে নোটবইয়ের পরিবর্তে গাইড-বুকের প্রকাশের আবেদনকে যথার্থ বলে মনে করি।

—হোসনে আরা শা...